শাতিম হত্যা

এবং

কিছু সংশয়ের নিরসন

ইলম ও জিহাদ

(দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)

শাতিম হত্যা এবং কিছু সংশয়ের নিরসন

লিখাঃ ইলম ও জিহাদ (দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)

প্রকাশনাঃ আবু আইমান আল হিন্দী (সালাবা)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা

এক.

শাতিমের ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত

পর্ব ০১

'শাতেমে রাসূল (ﷺ) এর হত্যা নিয়ে একটি সংশয় নিরসন' নামে এক ভাই ফোরামে একটা সুন্দর পোস্ট দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ভাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। তবে হানাফি মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে একটু অসঙ্গতি হয়ে গেছে। সেটা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

হানাফি মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভাই লিখেছেন,

ইমাম আবু হানিফা (রহিঃ) এর মাযহাব:

আল্লামা খাইরুদ্দীন রামালী (রহিঃ) ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়ায় লিখেছেন:

"রাসূলের কটূক্তিকারীদের সর্বাবস্থায় হত্যা করা জরুরী। তার তওবা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। চাই সে গ্রেফতারের পরে তওবা করুক বা নিজ থেকেই তওবা করুক। কারণ এমন ব্যক্তির তওবার কোনো পরোয়াই করা যায় না এবং এই মাস'আলায় কোনো মুসলমানের মতভেদ কল্পনাও করা যায় না। এটিই ইমামে আযম আবু হানিফা (রহিঃ), আহলে কুফী ও ইমাম মালেক (রহিঃ) এর মাযহাব।" (তাম্বিহুল উলাতি ওয়াল হুক্কাম, পৃষ্ঠা ৩২৮)

আল্লামা শামী (রহিঃ) তাঁর ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করেন:

“সকল উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলের কটূক্তিকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক (রহিঃ), ইমাম আবুল লাইস (রহিঃ), ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহিঃ), ইমাম ইসহাক (রহিঃ), ইমাম শাফেঈ (রহিঃ), এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রহিঃ) সহ সকলের মতেই রাসূলের কটূক্তিকারীর তওবা কবুল করা হবে না।”

ফিকহে হানাফির অন্যতম বড় ফকীহ ইমাম ইবনে হুমাম (রহিঃ) বলেন:

“রাসূল (ﷺ) এর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং যে কটূক্তিকারী, সে তো আরো আগেই মুরতাদ হয়ে যাবে। আমাদের মতে, এমন ব্যক্তিকে হদ হিসেবে হত্যা করা জরুরী। তওবা গ্রহণ করে তার হত্যা মাফ করা যাবে না।” (ফাতহুল কাদীর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭)

শাতিমের ব্যাপারে সাধারণত সবাই এটাই জানে যে, তার তাওবা কবুল হবে না। বিশেষত ইবনে তাইমিয়া রহ. **‘আসসারিমুল মাসলুল’** কিতাবে এ মতকেই তারজিহ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ ও দালিলিক আলোচনা করেছেন। মুজাহিদ ভাইরাও সাধারণত এটাই জানেন। হানাফি মাযহাবের কোনো কোনো ইমাম এটাই বলেছেন। উপরোক্ত আর্টিক্যালে হানাফি মাযহাব হিসেবে ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়া ও ইবনুল হুমাম রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু’জন এটাই মত দিয়েছেন। তবে বাস্তব কথা হলো, ভাই হানাফি মাযহাব বুঝতে এবং বর্ণনা করতে উভয়টাতেই ভুল করেছেন।

বুঝার ভুল

আসলে হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাবের রায় হলো, মুসলিম শাতিমের তাওবা কবুল হবে। মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব হলো, কবুল হবে না। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ সামনে কথা বলছি।

বর্ণনায় ভুল

ভাই এখানে হানাফি মাযহাব বর্ণনা করতে ফতোয়া বাযযাযিয়া, ইবনুল হুমাম রহ. ও আল্লামা শামি রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। এখানে ভাইয়ের কয়েকটা ভুল হয়েছে-

ক. মাযহাবের কয়েকজনের বক্তব্য মানেই এটা নয় যে, তাদের মতটাই মাযহাবের মুফতা বিহি কওল। আসলে বাযযাযি রহ. ও ইবনুল হুমাম রহ. যদিও মত দিয়েছেন, শাতিমের তাওবা কবুল হবে না, তবে এটা হানাফি মাযহাব নয়। হানাফি মাযহাব হলো, তাওবা কবুল হবে।

খ. ভাই বলেছেন, **‘আল্লামা খাইরুদ্দীন রামালী (রহিঃ) ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়ায় লিখেছেন’**। আসলে ফাতাওয়া বাযযাযিয়ার প্রণেতা ইমাম **‘মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন শিহাব আলকারদারি আলবাযযাযি (৮২৭ হি.)**; খাইরুদ্দীন রামালী নয়।

গ. আল্লামা শামির বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ বেমানান। কারণ, শামি নিজে রদ্দুল মুহতার এবং তার রিসালা ‘তাম্বিহুল উলাত’-এ বাযযাযি ও ইবনুল হুমামের বক্তব্য খণ্ডন করে দেখিয়েছেন, এটা হানাফি মাযহাবের খেলাফ। হানাফি মাযহাবের রায় হলো, তাওবা কবুল হবে।

যখন শামি নিজে দুই কিতাবে এ মতটা খণ্ডন করেছেন, তখন এ মতের পক্ষে শামির বক্তব্য উল্লেখ করা বেমানান।

আসলে যতটুকু বুঝতে পারছি, ভাই এখানে 'তাওবা কবুল হবে না' এ মতের পক্ষে যাদের বক্তব্য পেয়েছেন উল্লেখ করে দিয়েছেন। এটা সমস্যার কিছু ছিল না। কিন্তু মাযহাবের কয়েকজনের মতকে মাযহাব বলাটা ঠিক হয়নি। তাদের নিজেদের রায় হিসেবে উল্লেখ করাই সমীচিন।

তাওবা কবুল হওয়া না হওয়া দ্বারা কি অর্থ?

শাতিম যদি তাওবা করে মুসলমান হয় তাহলে আখেরাতে সে অবশ্যই মাফ পাবে। তবে দুনিয়াতে মাফ পাবে কি'না সেটাই হলো কথা। হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাবে মাফ পেয়ে যাবে। হত্যা করা হবে না। তাওবা কবুল হওয়া দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব মতে আখেরাতে মাফ পেলেও দুনিয়াতে মাফ পাবে না। হত্যা করে দেয়া হবে। তাওবা কবুল হবে না দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। যেমন, কেউ যিনা করে তাওবা করলে আখেরাতে মাফ পাবে, কিন্তু দুনিয়াতে শাস্তি মাফ হবে না। দোররা মারা হবে বা বিবাহিত হলে রজম করে হত্যা করা হবে। তাওবা কবুল না হওয়া দ্বারা দুনিয়াবি শাস্তি মাফ না হওয়া উদ্দেশ্য। নতুবা আখেরাতে যে মাফ পাবে সে ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

তাওবার পরও কোনো কোনো শাতিমকে সিয়াসতরূপে হত্যা করা যাবে

উল্লেখ্য শাতিম তাওবা করলে যে হত্যা করা হবে না বলা হয়েছে এর অর্থ- তার হত্যা তখন হদ থাকবে না। তবে হত্যার উপযোগী মনে হলে সিয়াসতরূপে হত্যা করা যাবে।

কোনো মুসলিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করলে সে মুরতাদ। যদি সে তাওবা না করে তাহলে তাকে কতল করা ফরয। এটা হদ। এটা মাফ হওয়ার কোনো সূরত নেই। তাওবা করলে হানাফি মাযহাব মতে আর হদ থাকবে না। তবে যদি সে ভয়ানক প্রকৃতির খবিস শাতিম হয়, বার বার কটুক্তি করে আর তাওবা করে, তাহলে তাওবা করার পরও হানাফি মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা যাবে। তবে তা হদ হিসেবে নয়, তা'যির ও সিয়াসত হিসেবে। অর্থাৎ তাকে হত্যা করতে হবেই- এমন নয়। তবে ভয়ানক খবিস হলে এবং হত্যা করা মুনাসিব মনে হলে মুসলমান হলেও হত্যা করা যাবে। অতএব, তাওবা করলে কোনো অবস্থায়ই হত্যা করা যাবে না, তা নয়। যদি সে মুফসিদ ফিল আরদ-এর পর্যায়ে চলে যায় তাহলে অন্য দশটা মুফসিদের মতো তাকেও হত্যা করা যাবে। হ্যাঁ, যদি আসলেই তাওবা করে নেয় এবং ভাল মানুষ হয়ে যায় তাহলে তাওবার পর হত্যা করা যাবে না। মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব মতে তখনও হত্যা করতে হবে। তাদের মতে তাওবার পরও হত্যাটা হদ হিসেবে থেকে যায়; যেমনটা যিনার শাস্তির বেলায় বিধান।

হদ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উল্লেখ্য, হদ দ্বারা এখানে এটাই উদ্দেশ্য যে, তাওবা করলেও কতল মাফ হবে না, যেমন যিনার শাস্তি মাফ হয় না। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ইমাম ছাড়া কেউ হত্যা করতে পারবে না, যেমনটা কতক লোক ফিতনা ছাড়ায়। নতুবা যেখানে শাতিমের শাস্তি আলোচিত হয়েছে, সেখানে আশেপাশেই কথাটা আছে যে, জনগণও তাকে হত্যা করতে পারবে। কিন্তু যাদের চোখ অন্ধ তারা ভিন্নরূপ দেখে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সারকথা

মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব মতে শাতিমের হত্যা তাওবা করার আগে ও পরে সর্বাবস্থায় হদ। বিধায় শাতিম তাওবা করলেও মাফ পাবে না, সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে।

আর হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে তাওবার আগ পর্যন্ত হদ। তাওবার পর হদ নয়। অর্থাৎ তাওবা করলে মাফ পেয়ে যাবে। হত্যা করা আবশ্যক নয়। তবে কোনো শাতিম ভয়ানক খবিস হলে এবং তাওবা করাটাকে একটা পলিসিরূপে গ্রহণ করেছে বুঝা গেলে, তাওবা করার পরও হানাফি মাযহাব মতে হত্যা করা যাবে। এ হত্যা হদ হিসেবে নয়, মুফসিদ ফিল আরদ হিসেবে। তা'যির ও সিয়াসতরূপে।[১]

বি.দ্র.

উপরোক্ত বিধান মুসলিম শাতিমের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যে লোক মুসলিম ছিল, পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করে মুরতাদ হয়ে গেছে। যদি কোনো যিম্মি বা হারবি কাফের রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে তার বিধান কিছুটা অন্য রকম। সেদিকে যাচ্ছি না। তবে এতটুকু কথা সর্বসম্মত যে, তাওবা করে মুসলমান না হলে হত্যা করে দেয়া যাবে।

***

---

১ **البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 135-136)**

وأفاد بإطلاقه أنه لا فرق بين ردة وردة من أنه إذا أسلم ويستثنى منه مسائل؛ الأولى: الردة بسبه - صلى الله عليه وسلم - قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق أولى ثم يقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته في إسقاطه القتل قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات...

وعلله البزازي بأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة وصرح بأن سب واحد من الأنبياء كذلك وقوله في فتح القدير في إسقاط القتل يفيد أن توبته مقبولة عند الله تعالى وهو مصرح به. اهـ

تعقبه ابن عابدين، فقال تحته في منحة الخالق (5\135-136): (قوله قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ) قال تلميذ المؤلف في منح الغفار بعد نقله ذلك وجعله إياه متنا ما نصه: وبمثله صرح الإمام البزازي وبهذا جزم شيخنا في فوائده لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في البزازية ما نقله من ذلك إليه ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية اهـ.

وقد نقل ابن أفلاطون زاده في كتابه المسمى بمعين الحكام أنها ردة حيث قال معزيا إلى شرح الطحاوي ما صورته من سب النبي - عليه الصلاة والسلام - أو بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين اهـ.

وفي النتف من سب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد اهـ.

فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر في قبول توبته كما لا يخفى. وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في كتابه المسمى بالشفاء ونص عبارته: قال أبو بكر بن المنذر - رحمه الله تعالى - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي - رحمه الله.-

قال القاضي أبو الفضل وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم، لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك - رحمه الله - وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه اهـ. إلى هنا كلام صاحب المنح.

لكن قال بعدما يأتي عن الجوهرة في ساب الشيخين أقول: يقوى القول بعدم قبول توبة من سب صاحب الشرع الشريف - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو الذي ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لحضرة صاحب الرسالة المخصوص بكمال الفضل والبسالة اهـ.

وفيه كلام تعرفه وقد حررت المسألة في تنقيح الحامدية فراجعها. ثم جمعت في ذلك كتابا سميته (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام)، وبينت فيه أن قول الشفاء: لكنهم قالوا هي ردة إلخ صريح في قبول توبته لأنه استدراك على قوله قبله: "يقتل ولا تقبل توبته عند هؤلاء" فعلم أن قوله: "وبمثله قال أبو حنيفة" أي قال أنه يقتل لكن قالوا أنه ردة، فحاصله أنه يقتل إن لم يتب كما هو حكم الردة وإلا لم يكن للاستدراك المذكور فائدة .

وممن صرح بقبول توبته عندنا الإمام السبكي في (السيف المسلول) وقال إنه لم يجد للحنفية إلا قبول التوبة. وسبقه إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن أمية الحنبلي في كتابه (الصارم المسلول) فصرح فيه في عدة مواضع بقبول التوبة عند الحنفية وأنه لا يقتل. اهـ

شرح السير الكبير (ص: 1938)

-. 3881قال - رحمه الله تعالى -: المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبدا، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه. »

وهو يعم الأحرار والعبيد، ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء، فعل ذلك ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - بعبد له تنصر، ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له، إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله؛ لأن فيه معنى الحد. واستيفاء الحدود إلى الإمام. اهـ

من رسالة (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام) لابن عابدين رحمه الله تعالى في ضمن (رسائل ابن عابدين، ج1)

قال فی الشاتم المسلم :

نعم لو قيل إذ تكرر السب من هذا الشقي الخبيث بحيث أنه كلما أخذ تاب يقتل، وكذا لو ظهر أن ذلك معتاده وتجاهر به كان ذلك قولا وجيها كما ذكروا مثله في الذمي ويكون حينئذ بمنزلة الزنديق. وأما بدون ذلك فلا يجوز الإفتاء بقتله بعد إسلامه حدا أو تعزيرا. اهـ ص335

الزنديق الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المعروف بالزندقة الداعي إليها، وهذا ليس كذلك وإنما كان معروفا بالاسلام ولا يدعو احدا إلى أن يفعل كفعله الشنيع بل الغالب أنه إنما تصدر منه كلمة السب عند شدة غيظة ونكايته ممن خاصمه في أمر ونحو ذلك. نعم لو كان معروفا بهذا الفعل الفظيع داعيا إلى اعتقاده الشنيع فلا شك حينئذ ولا ارتياب في زندقته وقتله وإن تاب. اهـ ص341

أما إذا علم منه حسن التوبة والإيمان وأن ما صدر منه إنما كان من هفوات اللسان فالأولى تعزيره بما دون القتل جريا على مذهبنا الثابت بالنقل. بل ادعى الإمام السبكي أن عدم قتله حينئذ محل وفاق حيث قال: وأرى أن مالكا وغيره من أئمة الدين لا يقولون بذلك أي عدم قبول التوبة إلا في محل التهمة فهو محمل قول مالك ومن وافقه اهـ. ص348

قال فی الشاتم الكافر :

الساب إذا كان كافرا لا يقتل عندنا إلا إذا رآه الإمام سياسة. اهـ ص320

قال-بعد ما ذكر قصة قتل عصماء اليهودية-

لا يقال كيف قتلت مع أن النساء لا يقتلن للكفر عندنا لأنا نقول إنما قتلت لسعيها في الأرض بالفساد لأنها كانت تهجو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتؤذيه وتحرض الكفار عليه وقد صرحوا بان الساحر يقتل ولو امرأة. ولا شك أن ضرر هذه اشد من الساحر والزنديق وقاطع الطريق. فمن اعلن بشتمه صلى الله تعالى عليه وسلم مثل هذه يقتل. اهـ ص355

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين المسلم حيث جزمت بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الساب المسلم إذا تاب وأسلم لا يقتل؟ قلت: المسلم ظاهر حاله أن السب إنما صدر منه عن غيظ وحمق وسبق لسان لا عن إعتقاد جازم، فإذا تاب وأناب وأسلم قبلنا إسلامه. بخلاف الكافر فإن ظاهر حاله يدل على إعتقاد ما يقول وأنه أراد الطعن في الدين، ولذلك قلنا فيما مر أن المسلم أيضا إذا تكرر منه ذلك وصار معروفا بهذا الإعتقاد داعيا إليه يقتل ولا تقبل توبته وإسلامه كالزنديق فلا فرق حينئذ بين المسلم والذمي. اهـ 355

قال –بعد ما ذكر نقولا في قتل الزنديق-

والمقصود من نقله بيان عدم قبول توبة من وقفنا على خبث باطنه وخشية ضرره وإضلاله فلا نقبل اسلامه وتوبته وإن كان يظهر الاسلام، فكيف بمن كان كافرا خبيث الاعتقاد وتجاهر بالشتم والالحاد. ثم لما رأى الحسام بادر إلى الاسلام فلا ينبغي لمسلم التوقف في قتله وإن تاب. لكن بشرط تكرر ذلك منه وتجاهره به كما علمته مما نقلنا عن الحافظ ابن تيمية عن أكثر الحنفية ومما ننقلناه عن المفتي أبي السعود .

فإن قلت: قال ابن المؤيد في فتاواه: كل من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو أبغضه كان مرتدا وأما ذوو العهود من الكفار إذا فعلوا ذلك لم يخرجوا من عهودهم وأمروا أن لايعودوا، فإن عادوا عزروا ولم يقتلوا كذا في شرح الطحاوي اهـ. فهذا مخالف لما مر من القتل سياسة. قلت: قد يجاب بحمل هذا على ما إذا عثر عليهم وهم يكتمونه ولم يتجاهروا به أو يراد بقوله ولم يقتلوا أي حدا لزوما بل سياسة مفوضة إلى رأي الإمام يفعلها حيث رأى بها المصلحة. اهـ ص356

পর্ব ০২

গত পর্বে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম। আজ আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতে পারে না

একজন মুসলিম তখনই মুসলিম হতে পারে, যখন আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বাত ও তা'জিম তার অন্তরে এ পরিমাণ হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলকে নিয়ে সমালোচনা করার মতো দুঃসাহস তার হবে না। এতটুকু মুহাব্বাত ও তা'জিম না থাকলে কেউ মুসলিম হতে পারে না।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل. –رد المحتار: 355\6

(মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. তাঁর) 'আল-মুসায়ারাহ্' কিতাবে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য অবমাননা বুঝায় মতো কোনো কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক। -ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৫

আরও বলেন,

قال في المسايرة : ... ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة ، وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين. –رد المحتار: 356\6

'আল-মুসায়ারাহ্' কিতাবে (ইবনুল হুমাম রহ.) বলেন, ... তা'জীম; যেটি অবমাননার বিপরীত, ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য এটি শর্ত করার কারণে হানাফিরা তা'জীম বিনষ্টকারীদের থেকে প্রকাশিত অনেক কথা ও কাজের দ্বারা তাকফির করে থাকেন। কেননা, সেগুলো দ্বীনের অবমাননা বুঝায়। -ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৬

যখন ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য এ পরিমাণ তা'জিম শর্ত, তখন কোনো ব্যক্তি মুসলিম হয়ে থাকলে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করতে পারে না।

মুসলিম থেকে কখন অবমাননাকর কিছু প্রকাশ পেতে পারে?

হাঁ, ক. কারো কারো ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় ঝগড়া বিবাদের হালতে ভারসাম্য ঠিক থাকে না। অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখ দিয়ে অনাকাঙ্খিত কথা বেরিয়ে আসে। এ ধরনের ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম থেকে অবমাননাকর কিছু প্রকাশ পেয়ে যাওয়া সম্ভব। অবশ্য এটাও তার ঈমানের দুর্বলতারই পরিচায়ক।

খ. তদ্রূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌতুক করতে করতে কথাচ্ছলে এমন কিছু চলে আসে।

রাগেই হোক আর কথাচ্ছলেই হোক, এ ধরনের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননাকর কোনো কথা এসে যাওয়ার পর মুসলিম আসমান থেকে পড়ে। মনে হয় যেন কেয়ামত ঘটে গেছে। এ সে কি করলো!? কাঁদতে থাকে। পেরেশান হয়ে উলামাদের কাছে দৌঁড়তে থাকে, হুজুর এখন আমার কি হবে?

এ ধরনের শাতিমের তাওবা কবুল করার কথা বলা হয়েছে

হানাফি মাযহাবে এ ধরনের শাতিমের তাওবা কবুল হবে বলা হয়েছে। যেহেতু অবমাননা আর ঈমান এক সাথে হতে পারে না, তাই তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। সে মুরতাদ হয়ে গেছে। নতুন করে ঈমান আনতে হবে। ঈমান নিয়ে আসলে আর হত্যা করা হবে না।

পক্ষান্তরে অবমাননা যদি মিশন হয়

পক্ষান্তরে শাতিম যদি এমন যে, রাসূলের প্রতি তার মোটেই বিশ্বাস নেই। উপরে উপরে নিজেকে মুসলিম দাবি করতো আর ভিতরে ভিতরে রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করতো। রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে সে মজা পেত। অন্যকেও এ কুফরির প্রতি দাওয়াত দিতো। অনেক সময় গোপনে অনেক সময় প্রকাশ্যে। পরে মুসলিমদের সামনে তার আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার তাওবা কি কবুল হবে বলা হয়েছে?

এটি বুঝতে হলে আপনাকে সামনের মাসআলাটি বুঝতে হবে-

শাতিম যদি যিম্মি হয়

কোনো যিম্মি যদি রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে কি বিধান?

স্পষ্ট যে, যিম্মি রাসূলের উপর ঈমান রাখে না। সে আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন। সে যদি কটুক্তি করে, তাহলে তার কটুক্তি ঐ মুসলিমের মতো নয়, যে কথাচ্ছলে বা ঝগড়া বিবাদে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনো কিছু বলে ফেলেছিল। বরং স্পষ্ট এটাই যে, সে রাসূলের প্রতি দুশমনিবশত কটুক্তি করেছে। বিশেষত দারুল ইসলামে

মুসলিমদের তরবারি যখন সর্বদা তার মাথার উপর ঝুলন্ত, এতদসত্ত্বেও সে কটুক্তি করেছে। বুঝা গেল, সে রাসূলের এমনই কট্টর দুশমন যে, তরবারি ঝুলন্ত বুঝেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। অতএব, তার হুকুম যিন্দিকের হুকুমে। ধরার পর তাওবা করলেও মাফ হবে না। তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলেও হত্যা করা হবে। কারণ, তার হালত সাক্ষ দেয় যে, সে আসলে মন থেকে ঈমান আনেনি। শুধু হত্যা থেকে বাঁচতে ঈমান আনার দাবি করছে। হাঁ, যদি আসলেই মন থেকে ঈমান এনে থাকে, তাহলে আখেরাতে মাফ পেয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়াতে মুহাম্মাদি তরবারি তার গর্দান উড়াবেই।

কাযি শায়খি যাদাহ রহ. (১০৭৮ হি.) বলেন,

أما إذا أعلن بشتمه أو اعتاد فالحق أنه يقتل لأن المرأة التي كانت تعلن بشتمه – عليه الصلاة والسلام – قتلت وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبه يفتى اليوم. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 677)

যিম্মি যদি প্রকাশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (এক বার) গালি দেয়, কিংবা (জানা যায় যে, গোপনে গোপনে সে) রাসূলকে অনেক সময়ই গালি দিয়ে থাকে, তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে। কারণ, প্রকাশ্যে যে মহিলাটি রাসূলকে গালি দিয়েছিল তাকে হত্যা করে দেয়া হয়েছিল। বাকি তিন ইমামের মাযহাবও এটিই। বর্তমানে এর উপরই ফতোয়া। -মাজমাউল আনহুর: ১/৬৭৭

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه: ... أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا يقتل سياسة، وهذا متوجه على أصولهم. اهـ. فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك

وأظهره وقوله وإن أسلم بعد أخذه لم أر من صرح به عندنا لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل. -رد المحتار: 4\214-215

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিতাব 'আসসারিমুল মাসলুল' -এ দেখেছি তিনি বলেছেন, '(আমাদের যামানার) অধিকাংশ হানাফি ইমাম ফতোয়া দিয়েছেন, কোনো যিম্মি (গোপনে গোপনে) বার বার রাসূলকে গালি দেয় জানা গেলে, ধরার পর তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলেও তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। হানাফি ইমামগণ বলেন, এ হত্যা হলো সিয়াসতরূপে (হদরূপে নয়)। হানাফিদের উসূল অনুযায়ী মাসআলাটি এমন হওয়া যথার্থ'।

(ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,) ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, যিম্মি যদি একাধিকবার (গোপনে গোপনে) গালি দেয়, কিংবা প্রকাশ্যে (একবার) গালি দেয়, আমাদের হানাফি মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা জায়েয।

অবশ্য তিনি যে বলেছেন, 'ধরার পর মুসলমান হয়ে গেলেও হত্যা করা হবে' – আমাদের কোনো ইমাম পরিষ্কার এমন বলেছেন দেখিনি। তবে তিনি আমাদের মাযহাব থেকেই কথাটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নির্ভরযোগ্য মানুষ। তার কথা গ্রহণযোগ্য। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২১৪-২১৫

বুঝা গেল, যিম্মি যদি প্রকাশ্যে একবারও রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে ধরার পর হত্যা করে দেয়া হবে। এমনকি তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলেও হত্যা করা হবে। কারণ, সে মুফসিদ ফিল আরদ। সে রাসূলের উপর আঘাত করে গোটা দ্বীনকেই বরবাদ করে দিতে চাইছে। যে উম্মাহর নবীকে নিয়ে সমালোচনা হয়, সে উম্মাহর ইজ্জত সম্মান আর কি বাকি আছে, যা দেখে মানুষ এ দ্বীনকে সঠিক ভাবতে পারে?!

তবে বেশকম এতটুকু, অন্যরা বলেছেন এ হত্যা হদরূপে, আর হানাফিরা বলেছেন, এ হত্যা তা'যির ও সিয়াসতরূপে। এর ফলাফল দাঁড়াবে, কোনো যিম্মি যদি আসলেই খালেস দিলে তাওবা করে পূর্ণ ইয়াকিনের সাথে সত্য বুঝে দ্বীন কবুল করেছে বুঝা যায়, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়ারও অবকাশ আছে। কিন্তু যারা বলেন হদ, তাদের মতে ছেড়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এবার আমাদের আগের মাসআলায় ফিরে যাই,

অবমাননা যদি মিশন হয়: অভিজিত–ওয়াশিকদের মতো ব্লগারদের বিধান

আমরা দেখেছি, মুসলিম ব্যক্তি; যে রাসূলের মুহাব্বাত ও তা'জিম রাখে, তবে ঘটনাবশত হঠাৎ তার মুখ থেকে অবমাননাকর কিছু বেরিয়ে গেছে, সে তাওবা করলে হত্যা করা হবে না।

পক্ষান্তরে যিম্মি যদি একবারও প্রকাশ্যে কটুক্তি করে, তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে।

এ দুয়ের ব্যবধান এখানে যে, একজন রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে, কোনো দুশমনি রাখে না। অপরজন রাসূলের প্রকাশ্য দুশমন। দুশমনি থেকেই সে কটুক্তি করেছে। সে মুফসিদ ফিল আরদ। তাওবা করে মুসলিম হলেও তাকে হত্যা করা হবে।

এ থেকে অভিজিত-ওয়াশিকদের মতো ব্লগারদের হুকুম বের হবে। এরা আসলে গোড়া থেকেই রাসূলের উপর ঈমান রাখে না। মুসলিম ঘরে ওয়াশিকদের জন্ম হলেও আসলে তারা বে-ঈমান। শুধু তাই নয়, মুহাম্মাদে আরাবির কট্টর দুশমন। তারা নিজেরা দুশমনি-অবমাননা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, ব্লগ খুলে গোটা দেশবাসীকে

এজঘন্য কুফরের দাওয়াত দিয়েছে। এরা সে যিম্মি শাতিম থেকেও হাজারো গুণ কট্টর দুশমন। এদের দ্বারা দ্বীনে ইসলাম ও উম্মাতে মুহাম্মাদির ক্ষতি সে যিম্মির চেয়েও লাখো কোটি গুণ বেশি। যখন যিম্মি প্রকাশ্যে কটুক্তি করলে সে মুসলিম হয়ে গেলেও ছাড় নেই, তখন কি আপনি মনে করেছেন ওয়াশিকদের ছেড়ে দেয়া হবে? তারা তো আগে থেকেই ইসলামের দাবিদার। কিন্তু তাদের দাবি কাদিয়ানিদের দাবির মতো। আর রাসূল অবমাননা করে কুফরের মাত্রা হাজারো গুণ বৃদ্ধি করেছে। এদের কিছুতেই ছাড় দেয়া হবে না।

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

نعم لو قيل إذ تكرر السب من هذا الشقي الخبيث بحيث أنه كلما أخذ تاب يقتل، وكذا لو ظهر أن ذلك معتاده وتجاهر به كان ذلك قولا وجيها كما ذكروا مثله في الذمي ويكون حينئذ بمنزلة الزنديق. اهـ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ، ج1، ص335

(মুসলিম নামধারী) এ হতাভাগা খবিস যদি বার বার রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, যখনই ধরা হয় তাওবা করে ফেলে; তদ্রূপ যদি জানা যায় যে, সে (গোপনে গোপনে) প্রায়ই অবমাননা করে থাকে এবং (এখন) প্রকাশ্যেও করেছে, তাহলে যদি বলা হয় যে, তাওবার পরও তাকে হত্যা করা হবে- তাহলে একে যথার্থ বলা যায়। যেমনটা আইম্মায়ে কেরাম যিম্মির ক্ষেত্রে বলেছেন। এমন ক্ষেত্রে তার বিধান যিন্দিকের মতো হবে। -রাসায়িলে ইবনে আবিদিন: ১/৩৩৫, রিসালা: তাম্বিহুল উলাত

আরও বলেন,

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين المسلم حيث جزمت بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الساب المسلم إذا تاب وأسلم لا يقتل؟ قلت: المسلم ظاهر حاله أن السب إنما صدر منه عن غيظ وحمق وسبق لسان لا عن إعتقاد جازم، فإذا تاب وأناب وأسلم قبلنا إسلامه. بخلاف الكافر فإن ظاهر

حاله يدل على إعتقاد ما يقول وأنه أراد الطعن في الدين، ولذلك قلنا فيما مر أن المسلم أيضا إذا تكرر منه ذلك وصار معروفا بهذا الإعتقاد داعيا إليه يقتل ولا تقبل توبته وإسلامه كالزنديق فلا فرق حينئذ بين المسلم والذمي. اهـ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ، ج1، ص355

যদি আপত্তি করা হয় যে, যিম্মি ও মুসলিমের মধ্যে কি ব্যবধান আছে যে কারণে আপনি দৃঢ়তার সাথে বলছেন, আবু হানিফা ও তার অনুসারিদের মাযহাব হলো, মুসলিম শাতিম তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে হত্যা করা হবে না (পক্ষান্তরে যিম্মি মুসলমান হলেও মাফ পাবে না)?

উত্তরে বলবো, মুসলিমের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এটাই যে, তার থেকে কটুক্তি প্রকাশ পেয়েছে রাগের হালতে এবং মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। এটা তার আকিদা ও বিশ্বাস নয়। যখন সে তাওবা করবে, নত হয়ে রুজু করবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে, তার ইসলাম আমরা কবুল করবো।

পক্ষান্তরে কাফেরের বিষয়টা ব্যতিক্রম। তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এটাই যে, সে বদ আকিদার কারণেই এ কটুক্তি করেছে এবং এর দ্বারা দ্বীনে ইসলামের গোড়ায় আঘাত করা তার উদ্দেশ্য (কাজেই সে তরবারির মুখে ঈমান এনেছে দাবি করলে আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি না)।

এ কারণে আমরা আগে বলে এসেছি, মুসলিমও যদি বার বার এ কাজ করে, এ কাজে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর দাওয়াত দেয়, তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। তার তাওবা ও ইসলাম কবুল করা হবে না, যেমনটা যিন্দিকের বেলায়।

অতএব, এ হিসেবে মুসলিম ও যিম্মি শাতিমের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকছে না। -রাসায়িলে ইবনে আবিদিন: ১/৩৫৫, রিসালা: তান্বিহুল উলাত

অর্থাৎ মুফসিদ ফিল আরদ পর্যায়ে চলে গেলে উভয়কেই হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, কোনো শাতিম যদি ভুল বুঝতে পেরে নিজে থেকেই স্বেচ্ছায় তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদে আরাবির সানা সিফাত ও প্রশংসা এ পরিমাণ গাইতে থাকে, যা থেকে অনুমান হয় যে, সে আসলে ভুল বুঝেছে, তাহলে তাকে হত্যা করে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ নিজে থেকে তাওবা করছে না, ততক্ষণ তার কোনো ছাড় নেই।

ধরার পরের মাসআলা দারুল ইসলামে

উল্লেখ্য, বার বার যে বলা হচ্ছে: ধরা পড়ার পরে, ধরা পড়ার পরে- এ মাসআলা মূলত দারুল ইসলামে। ধরার পর কাযির দরবারে উপস্থিত করে বিচার করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের হালত এমন নয়। ধরে বিচার করার শক্তি আমাদের নেই। এখনকার যত শাতিমকে হত্যা করা হচ্ছে, এগুলো মূলত ধরা পড়ার আগের মাসআলা। সে অবমাননার পর দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুসলিম সিংহরা সুযোগ পেয়ে হত্যা করে দিচ্ছে। এখানে ধরা পড়ার কোনো মাসআলা নেই। এখানে মাসআলা সে প্রথমটাই যে, সে শাতিম। তাওবাও করেনি। এসব শাতিম তো মুফসিদ ফিল আরদ হওয়ার কারণে দারুল ইসলাম থাকলে ধরা পড়ার পর তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেছে দাবি করলেও মাফ পেতো না।

এ হিসেবে এখনকার মুসলিম নামধারী এসব অ্যাকটিভ শাতিম দুই দিক থেকে হত্যার উপযুক্ত-

ক. তারা মুরতাদ হয়ে গেছে কিন্তু তাওবা করছে না।

খ. তারা মুফসিদ ফিল আরদ।

সারমর্ম

পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় কথাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। একটু সারমর্ম টানার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

শাতিম যদি যিম্মি হয়

শাতিম যদি যিম্মি হয়, ঘটনাবশত রাগের হালতে কোনো একবার গোপনে কোনো কটু কথা বলে ফেলে, দেখে ফেলার পর সে থতমত খেয়ে যায় এবং লজ্জিত হয়ে স্বীকার করে যে, আর কখনও এমন কাজ করবে না- তাহলে হানাফি মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা হবে না। অন্য শাস্তি দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ্যে কোনো একবারও কটুক্তি করে, কিংবা জানা যায় যে, সে গোপনে গোপনে প্রায়ই এ কাজ করে, তাহলে ধরার পর সিয়াসতরূপে হত্যা করা হবে। এমনকি ধরার পর তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলেও যদি ইমামুল মুসলিমিন মনে করেন যে, সে আসলে তাওবা করেনি, তরবারির মুখে জীবন বাঁচানোর জন্য শুধু ঈমানের দাবি করছে, ছেড়ে দিলে আগের মতোই এ কাজ সে আবার করবে এবং ফিতনা সৃষ্টি করবে, তাহলে তাকে হত্যা করে দেবে। মুসলমান হলেও মাফ পাবে না।

শাতিম যদি মুসলিম হয়

শাতিম যদি মুসলিম হয়, রাগের হালতে বা কথায় কথায় মুখ ফসকে কোনো অবমাননাকর কথা বেড়িয়ে যায়, তাহলে তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ছেড়ে দেয়া হবে, হত্যা করা হবে না। তাওবা না করলে হত্যা করে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি অবমাননা তার মিশন হয়, যখনই সুযোগ পায় গোপনে প্রকাশ্যে সে এ কাজ করে, এ কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে তাওবা না করলে তো হত্যা করা হবেই, এমনকি তাওবা করে মুসলমান হলেও হত্যা করা হবে। তার ইসলাম দুনিয়াতে কোনো কাজে আসবে না। ওয়াশিকের মতো ব্লগাররা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হাঁ, প্রকৃত অর্থেই মুখলিস হয়ে থাকলে আখেরাতে মাফ পাবে।

শাতিম যদি হারবি হয়

হারবিকে তো এমনিতেই হত্যা করা জায়েয। শাতিম হলে তো এর আগেই জায়েয। অতএব, কোনো হারবি কাফের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করার পর যদি তাওবা করে মুসলিম না হয়, তাহলে তার জান মাল হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন রইল যদি তাওবা করে মুসলিম হয়ে যায় তাহলে কি বিধান?

যদি সাধারণ কাফের হয় আর অবমাননাকে মিশন না বানায়, মুফসিদ ফিল আরদের পর্যায়ে না পৌঁছে, তাহলে মুসলমান হলে মাফ পেয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষত যখন হাদিসে এসেছে, মুসলমান হলে পূর্বেকার সকল অপরাধ মাফ হয়ে যায়।

আর যদি মুফসিদ ফিল আরদ হয়, অবমাননা তার মিশন হয় (যেমন ব্লগ খোলে), তাহলে তাওবা করলে মাফ পাবে কি'না? এ বিষয়টা আমি পরিষ্কার দেখিনি।

মুসলিম ও যিম্মির ক্ষেত্রে দেখেছি, মুফসিদ ফিল আরদ হলে তাওবা করে মুসলমান হলেও মাফ পাবে না। এ হিসেবে কি একথা বলা যায়, হারবি কাফেরও মুফসিদ ফিল আরদে পৌঁছার পর তাওবা করে মুসলমান হলেও মাফ পাবে না?

কিন্তু যিম্মি ও মুসলিমের সাথে হারবির একটা ব্যবধান আছে। সেটা হলো, মুসলিম তো ঈমানের দাবিদার। সে রাসূলের সমালোচনার বিশ্বাস রাখে না দাবি করে। এতদসত্ত্বেও যখন তার থেকে বার বার অবমাননা প্রকাশ পাচ্ছে, তখন আমরা তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

এমননিভাবে যিম্মি দারুল ইসলামে মুসলিমদের তরবারির নিচে থাকে। তাকে তো যিম্মি এ জন্যই বানানো হয়েছে, যাতে সে মুসলিমদের বা মুসলিমদের দ্বীনের কোনো সমালোচনা না করে। সে এটা মেনেই তো যিম্মি হয়েছে। এরপরও যখন সে এমন কাজ করেছে, তখন আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

পক্ষান্তরে হারবি কাফের মুসলিমদের আওতামুক্ত। সে মুসলিমদের প্রকাশ্য দুশমন। সে তো সমালোচনা করা স্বাভাবিক। সবাই জানে যে, এটাই তার আকিদা বিশ্বাস। সে তার আকিদা বিশ্বাস মতেই কাজ করছে।

অধিকন্তু সে মুসলিমদের থেকে দূরে থাকে। ইসলাম সম্পর্কে জানাশুনা নেই। মুসলিমদের নবী সম্পর্কেও জানাশুনা নেই। তার থেকে এ কাজ প্রকাশ পাওয়া যিম্মি ও মুসলিমের তুলনায় স্বাভাবিক। এ হিসেবে তাকে যিম্মি ও মুসলিম শাতিমের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

যাহোক, হারবি শাতিমের এ সূরতটা আমার কাছে অস্পষ্ট। কোনো ভাইয়ের তাহকিকে ধরা পড়লে আমাকে জানানোর অনুরোধ।

বিশেষ আবেদন

হানাফি মাযহাবের ব্যাপারে উপরোক্ত তাহকিক আমার ব্যক্তিগত। যদি কোনো ভাইয়ের কাছে আমার তাহকিকের কোনো অংশ ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে আমাকে

শুধরে দেয়ার অনুরোধ। বিশেষ করে হারবি মুফসিদ শাতিম মুসলমান হয়ে গেলে হত্যা করা হবে কি'না বিষয়টাতে আমি সন্দিহান। কোনো ভাইয়ের তাহকিকে ধরা পড়লে অবশ্যই আমাকে অবগত করবেন। পাশাপাশি দোয়া করবেন, যেন আল্লাহ তাআলা ভুলত্রুটিমুক্ত সহীহ তাহকিকের তাওফিক দান করেন।

***

দুই.
শাতিমকে হত্যা করবে কে?

শাতিমকে হত্যা করবে কে- এটা অনেকের প্রশ্ন। এর সহজ উত্তর ছিল-

রাসূলের যামানায় শাতিমকে হত্যা করতো কে?

সবাই জানেন, সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত মজলিসেই শাতিমকে হত্যা করে দিতেন। রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করতেন না। বুঝা গেল, শাতিমকে যে কেউ হত্যা করতে পারবে।

শাতিম হত্যায় কি সরকারের অনুমতি লাগবে?

কিন্তু সরকারপন্থী কিছু আলেম ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যে, শাতিম হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত। হদ কায়েমের দায়িত্ব ইমামের। তাই ইমামের অনুমতি ছাড়া সাধারণ জনগণ শাতিমকে হত্যা করতে পারবে না। এ বিষয়টি পুঁজি করে তারা সংশয় ছড়ায়, সরকারের অনুমতি ছাড়া জনগণ শাতিম হত্যা করতে পারবে না।

সরকার যদি হত্যা না করে?

যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনেও নেই যে, শাতিম হত্যা সরকারের দায়িত্ব, তখন প্রশ্ন আসবে, সরকার না করলে কে করবে?

অধিকন্তু সরকার যদি নিজেই শাতিমদের পাহারা দেয় এবং নতুন নতুন শাতিম জন্ম দেয়ার পথ করে দেয়, তাহলে কি বিধান?

এ ধরনের প্রশ্নগুলো তারা এড়িয়ে চলে।

যেমন নামায না পড়লে মুরতাদ। কিন্তু মন্ত্রী এমপিরা যে নামায পড়ে না, তারা মুরতাদ কি'না- এ প্রশ্নটা তারা এড়িয়ে চলে।

শাতিম হত্যা কি হদের অন্তর্ভুক্ত?

স্বাভাবিক বলা হয় মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে শাতিম হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাটি পুঁজি করেই সরকারি আলেমরা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যে, জনগণ শাতিম হত্যা করতে পারবে না।

আসলে এরা হাকিকতটা উল্টে ধরেছে। ফুকাহায়ে কেরাম যে মাকসাদে হদ বলেছেন, তারা সে মাকসাদের ঠিক বিপরীত বানিয়ে ফেলেছে। শব্দের মারপ্যাঁচে জাতিকে ধোঁকা দিয়েছে।

শাতিম হত্যা সব মাযহাব মতেই হদ

স্বাভাবিক বলা হয় মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে শাতিম হত্যা হদ। হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে হদ নয়। তবে বাস্তব হলো, সব মাযহাব মতেই শাতিম হত্যা হদ। তবে একটু বেশকম আছে। সামনে এর আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

হানাফি মাযহাবে মুরতাদ ও শাতিমের বিধান একই

উল্লেখ্য, হানাফি মাযহাবে মুরতাদ ও শাতিমের বিধান একই। এ হিসেবে সামনে মুরতাদের যে আলোচনা আসছে তা-ই শাতিমের বেলায় প্রযোজ্য।

রিদ্দাহর শাস্তি এবং হানাফি মাযহাবে দ্বৈত বক্তব্যের সমন্বয়

হানাফি মাযহাবে হদ ছয় প্রকার বলা হয়েছে। ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি.) ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০হি.) –এর সূত্রে বলেন,

وهي ستة أنواع: حد الزنا، وحد شرب الخمر خاصة، وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق ابن كمال. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 3)

হদ ছয় প্রকার: ১. যিনার হদ। ২. মদপানের হদ। ৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন মাদক সেবনে মাতাল হওয়ার হদ। তবে শাস্তির পরিমাণ উভয়টাতে একই। ৪. কজফ তথা যিনার অপবাদ লাগানোর হদ। ৫. চুরির হদ। ৬. রাহাজানির হদ। -রদ্দুল মুহতার: ৪/৩

এর মধ্যে মুরতাদ বা শাতিমে রাসূলের শাস্তির উল্লেখ নেই।

অপরদিকে ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

قتل المرتد على ردته حد. المبسوط للسرخسي (10/ 118)

রিদ্দাহয় বহাল থাকাবস্থায় মুরতাদকে হত্যা করা হদ। -মাবসুত: ১০/১১৮

একই কথা বলেছেন শরহুস সিয়ারেও (পৃষ্ঠা: ১৭০৪)।[১]

এ দ্বৈততার সমন্বয় হচ্ছে, তাওবা করলে যেহেতু মাফ হয়ে যায়, এ দিকটি বিবেচনা করে হদ বলা হয়নি। আবার তাওবার আগ পর্যন্ত যেহেতু মাফের সুযোগ নেই, এ দিকটি বিবেচনা করে হদ বলা হয়েছে। উভয়টিই ঠিক আছে।

রিদ্দাহর শাস্তি হদ কি হদ নয় এ ব্যাপারে কিছু আলোচনার পর ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

وبهذا يظهر لك أن قتل المرتد حد ... إنما يسمى حدا ما دام باقيا على ردته. –تنبيه الولاة والحكام: 31، 33

এ আলোচনা থেকে আপনি বুঝতে পারছেন, মুরতাদ হত্যা হদ। ... তবে হদ বলা হবে যতক্ষণ সে রিদ্দাহয় বহাল থাকবে। -তাম্বিহুল উলাতি ওয়াল হুক্কাম: ৩১, ৩৩

---

[১] قتل المرتد مستحق حدا. شرح السير الكبير (ص: 1704)

অর্থাৎ তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলে আর হদ নয়। তখন রিদ্দাহর কারণে হত্যা করা যাবে না। হ্যাঁ, মুফসিদ ফিল আরদ হলে সিয়াসত ও তা'যিররূপে হত্যা করা যাবে, যেমনটা আগে আলোচনা গেছে।

মুরতাদ ও শাতিম হত্যা হদ- এর কি উদ্দেশ্য?

দেখলাম, হানাফি মাযহাবেও মুরতাদ ও শাতিমের হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

এটি বুঝতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে, **হদ কাকে বলে?**

হদ হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি, যা কেউ মাফ করতে পারে না। যেমন চোরের শাস্তি হাত কাটা। কাযির কাছে চুরি প্রমাণ হওয়ার পর, যার মাল চুরি হয়েছে সে হাত কাটা মাফ করতে পারবে না। মাফ করলেও মাফ হবে না। কাটতেই হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো পিতাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে হত্যার বদলে হত্যার বিধান। নিহতের সন্তানেরা ইচ্ছা করলে কিসাস মাফ করে দিয়াত নিতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণই মাফ করে দিতে পারে। কারণ, কিসাস হদ নয়। এটা নিহতের অলির হক। ইচ্ছে করলে মাফ করতে পারে। কিন্তু হদ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার হক। এটা কেউ মাফ করতে পারবে না।

শাতিম হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত এ হিসেবেই। অর্থাৎ কেউ মাফ করতে পারবে না।

তবে বেশকম হলো, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে তাওবার আগেও হদ, পরেও হদ। কাজেই শাতিম তাওবা করলেও হত্যা মাফ হবে না।

আর হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে তাওবার আগে হদ, পরে হদ নয়। অর্থাৎ তাওবার আগে কেউ মাফ করতে পারবে না। তাওবা না করলে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। তাওবা করে ফেললে আর হদ থাকবে না। তখন যদি মুফসিদ ফিল আরদ হিসেবে হত্যার উপযোগী হয়, হত্যা করা হবে। অন্যথায় অন্য শাস্তি দেয়া হবে। হত্যা করা হবে না।

সংশয়: হদ কায়েম করতে দারুল ইসলাম লাগে, ইমাম লাগে

এখন তাহলে প্রশ্ন হবে, মুরতাদ ও শাতিমের শাস্তি যদি হদ হয়, তাহলে হদ কায়েমের দায়িত্ব তো ইমামের। আমাদের তো ইমাম নেই। তাহলে মুরতাদ ও শাতিমকে হত্যা করা হবে কি হিসেবে?

আরও একটা প্রশ্ন আসবে যে, হদ কায়েম করতে তো হানাফি মাযহাব মতে দারুল ইসলাম লাগে। আমরা তো দারুল হারবে আছি।

এ প্রশ্নের উত্তর সামনের পয়েন্টে-

মুরতাদ ও শাতিম হারবি কাফের, বিধায় যে কেউ হত্যা করতে পারবে

হ্যাঁ, হদ কায়েম করতে দারুল ইসলাম লাগে, ইমাম লাগে- সব ঠিক। তবে শাতিম ও মুরতাদের বিষয়টা ব্যতিক্রম। শাতিমই হোক বা অন্য যেকোনো মুরতাদই হোক, সে কাফের।

এখন প্রশ্ন, সে চুক্তিবদ্ধ কাফের না'কি হারবি কাফের?

স্পষ্ট যে, হারবি কাফের। কারণ, চুক্তিবদ্ধ কাফের তিন প্রকার:

এক. যিম্মি: যে জিযিয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দারুল ইসলামের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে।

দুই. মুআহিদ: কাফের রাষ্ট্রের কাফের বাসিন্দা, যাদের সাথে মুসলিমদের সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে।

তিন. মুস্তামিন: কাফের রাষ্ট্রের কাফের বাসিন্দা, যে সাময়িক আমান নিয়ে দারুল ইসলামে ব্যবসা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসেছে।

মুরতাদ এ তিন শ্রেণীর কোনো শ্রেণীরই নয়। তার সাথে মুসলিমদের কোনো চুক্তি নেই। কাজেই সে হারবি কাফের। বরং আরও নিকৃষ্ট কাফের। আর হারবি কাফেরকে যে কেউ হত্যা করতে পারে। দারুল ইসলাম, দারুল হারব যেখানেই পাওয়া যাবে সে হালালুদদাম। এ হিসেবেই শাতিম ও মুরতাদকে যে কেউ হত্যা করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]

মুশরিকদের তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। - তাওবা: ৫

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

لأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له. شرح السير الكبير (ص: 1938)

(মুনীব তার মুরতাদ গোলামকে হত্যা করতে পারবে) কারণ, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা হত্যার বিধানের ক্ষেত্রে সে হারবি কাফেরের মতো হয়ে গেছে। আর মুসলিমদের সাথে যে হারবি কাফেরের আমানের চুক্তি নেই, তাকে প্রত্যেক মুসলিমই হত্যা করতে পারবে। -শরহুস সিয়ারিল কাবির: ১৯৩৮

মুরতাদ ও মুসলিম শাতিমকে আমান দেয়ার পরও হত্যা করা হবে

আমরা দেখেছি, মুরতাদ ও মুসলিম শাতিমের হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুসলমান না হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। কেউ মাফ করতে পারবে না। এ হিসেবে কোনো মুরতাদ যদি নাগালের বাইরে চলে যায় এবং মুসলমানরা তার সাথে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি করে, তারপর সে নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিমদের কাছে আসে, তাহলে তখন আর তাকে ছাড়া হবে না। কারণ, তাকে হত্যা করা আবশ্যক। আর যাকে হত্যা করা আবশ্যক, আমানের মাধ্যমে তার জীবনরক্ষা হবে না।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك لأن قتل المرتد مستحق حدا، ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال … فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا، ولا يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال؛ لأن القتل مستحق عينا على المرتد إن لم يسلم، قال – صلى الله عليه وآله وسلم :- «من بدل دينه فاقتلوه» . شرح السير الكبير (ص: 2016-2017)

মুরতাদদের কোনো দল যদি জিযিয়া আদায়ের শর্তে আমানের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে মুসলিমদের উচিৎ নয় এ শর্তে তাদের আমান দেয়া। কারণ, মুরতাদ হত্যা হদ। মালের বিনিময়ে হদ ছেড়ে দেয়া বা কায়েমে দেরি করা জায়েয নয়। … তবে যদি আমান দিয়ে দেয় এবং এর ভিত্তিতে তারা আমাদের কাছে চলে

আসে, তাহলে তাদেরকে মুসলমান হয়ে যেতে আহ্বান জানানো হবে। যদি না হয়, হত্যা করে দেয়া হবে। কোনো অবস্থায়ই তাদেরকে তাদের নিরাপদস্থলে ফিরে যেতে দেয়া জায়েয হবে না। কারণ, মুসলমান না হলে মুরতাদকে হত্যা করা সুনির্ধারিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তার আপন দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে দেবে'। -শরহুস সিয়ার: ২০১৬-২০১৭

আরও বলেন,

والمقصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعد ما أقر به فكان قتله مستحقا حدا. (ألا ترى أنه لو دخل إلينا بأمان أو رسولا، أو غير رسول لم ندعه يرجع إلى دار الحرب، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل. شرح السير الكبير (ص: 1707)

মুরতাদ ইসলামকে স্বীকার করে নেয়ার পর তা থেকে ফিরে গেছে। কাজেই তার হত্যাটা হদ। তুমি কি দেখনা, (যেহেতু তা হদ, তাই) মুরতাদ যদি আমান নিয়েও আমাদের কাছে আসে, দূত হিসেবেই আসে বা এমনিতেই আসে, আমরা তাকে দারুল হারবে ফিরে যেতে দেবো না। বরং মুসলমান হতে বলবো। হলে তো ভালো। নইলে হত্যা করে দেয়া হবে। -শরহুস সিয়ার: ১৭০৭

শাতিমের বিধান মুরতাদের চেয়েও কঠোর

এ তো গেল সাধারণ মুরতাদের বিধান। আর শাতিমের বিধান তো আরও কঠোর। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম একে উপস্থিত মজলিসেই হত্যা করে দিতেন। রাসূলের অনুমতির অপেক্ষায়ও থাকতেন না।

শাতিম মহিলা হলেও ছাড় নেই

হারবি মহিলাদের হত্যা করা শরীয়তে নিষেধ। কিন্তু যদি রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম এমনটিই করেছেন।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

وكذلك إن كانت تعلن شتم رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -، فلا بأس بقتلها. شرح السير الكبير (ص: 1417)

এমনিভাবে হারবি মহিলা যদি প্রকাশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে হত্যা করে দিতে সমস্যা নেই। -শরহুস সিয়ারিল কাবির: ১৪১৭

এরপর তিনি এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেন।

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء من أهل الحرب. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 216)

অতএব, হারবি শাতিম মহিলাকে হত্যা করে দেয়ার বিষয়টা হারবি মহিলাদের হত্যার সাধারণ নিষেধাজ্ঞার বাইরে। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২১৬

শাতিম বাপ হলেও ছাড় নেই

বাপ মুশরিক হলেও ছেলের জন্য বাপকে হত্যা করা নিষেধ। কিন্তু শাতিম এ হুকুমের আওতাধীন নয়।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

وينبغي أنه لو سمع أباه المشرك يذكر الله أو رسوله بسوء يكون له قتله لما روي «أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرف وكرم، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» . فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 454)

যদি মুসলিম তার আপন মুশরিক পিতাকে শুনতে পায় যে, সে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের শানে কটুক্তি করছে, তাহলে তাকে হত্যা করে দেয়া জায়েয হওয়াই সমীচিন। বর্ণিত আছে, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদি. তাঁর পিতাকে যখন শুনলেন যে, রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করছে, তিনি তাকে হত্যা করে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কোনো আপত্তি করেননি। -ফাতহুল কাদির: ৫/৪৫৪

শাতিম হত্যা হদ বলা হলো কোন হিসেবে?

আমরা দেখলাম, শাতিম হত্যার জন্য ইমাম দরকার নেই। দারুল ইসলাম দরকার নেই। শাতিম হারবি কাফের। তাকে যে কেউ হত্যা করতে পারে। এমনকি আমান দিয়ে দিলেও, বাগে পাওয়ার পর ছাড়া হবে না।

তাহলে প্রশ্ন, শাতিম হত্যা হদ বলা হলো কোন হিসেবে? উত্তর সেটাই, যা আগে বলা হয়েছে: যেহেতু শাতিম হত্যা মাফ হওয়ার সূরত নেই (মালিকি ও হাম্বলি

মাযহাব মতে তাওবার আগে পরে সর্বাবস্থায়, আর হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে তাওবার আগে) এ হিসেবে হদ বলা হয়েছে। ইমাম থাকতে হবে, দারুল ইসলাম লাগবে- এ হিসেবে বলা হয়নি। অন্যথায় যিনার শাস্তি যেমন দারুল ইসলাম ছাড়া এবং ইমাম ছাড়া কায়েম করা যায় না, মুরতাদের ও শাতিমের হত্যাও এমনই হতো। বুঝা গেল, এ হিসেবে হদ বলা হয়নি। কিন্তু সরকারি আলেমরা এ বিষয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে চায়। আল্লাহ তাআলা তাদের গোমর ফাঁস করে দিন। আমীন।

তারা যেহেতু সরকারকে উলুল আমর দাবি করে, তাই উচিৎ ছিল সরকারকে চাপ দেয়া যে, শাতিম হত্যা হদ। কিছুতেই তা মাফ করা যাবে না। আপনারা শাতিমদের ধরে হত্যা করুন।

কিন্তু তা না করে উল্টো শাতিমদের বাঁচিয়ে দেয়ার ফন্দি করেছে। এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত একটি হদের বিপক্ষে তাদের অবস্থান। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে সামনের পর্বে ইমামের অনুমতি নিয়ে আরও কিছু কথা এবং দাওয়াতের মাসআলা আলোচনা হবে।

***

তিন.
শাতিম হত্যা এবং ইমামের অনুমতি

শাতিমকে হত্যা করবো হারবি হিসেবে, হদ হিসেবে নয়

শাতিম যদি আসলি কাফের হয়- যেমন ধরুন হিন্দু, খৃস্টান- তাহলে, তার জান মাল আগে থেকেই মুসলিমদের জন্য হালাল। সে হারবি। হারবিকে যেকোনো মুসলিম হত্যা করতে পারে।

আর যদি আগে মুসলিম থেকে থাকে তাহলে এখন সে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং হালালুদদাম হয়ে গেছে। হারবি হয়ে গেছে। হারবি কাফের হিসেবে যে কেউ তাকে হত্যা করতে পারে।

অতএব, আমরা যে শাতিমকে হত্যার কথা বলছি, তা এ হিসেবেই যে, শাতিম হারবি কাফের এবং হালালুদদাম। আমরা তাকে হারবি হিসেবে হত্যা করছি, হদ হিসেবে নয়। অতএব, আপত্তির সুযোগ নেই যে, হদ কায়েমের দায়িত্ব ইমামের।

হদ কায়েম ইমামের দায়িত্ব তা আপন জায়গায় বহাল আছে। এ কারণে আমরা যিনাকারকে রজম করছি না, চোরের হাত কাটছি না, মদ্যপানকারীকে দোররা লাগাচ্ছি না। কারণ, এগুলো খালেস হদ। এগুলো কায়েম করতে দারুল ইসলাম ও ইমাম বা সুলতানের প্রয়োজন আছে।

পক্ষান্তরে শাতিম হারবি কাফের। হারবিকে যেকোনো মুসলিম হত্যা করতে পারে। সে হিসেবেই আমরা এ খবিসকে হত্যা করছি। বিষয়টি একটু ভাল করে বুঝা উচিৎ।

সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি ছাড়াই হত্যা করেছেন

আমরা যদি সিরাতের দিকে তাকাই, দেখতে পাবো, শাতিম মহিলা হোক পুরুষ হোক- সাহাবায়ে কেরাম হত্যা করে দিয়েছেন। অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়েছেন। হত্যাকারী সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। বুঝা গেল, শাতিম এমনই এক জঘন্য কীট, যাকে সরানোর জন্য ইমামের অনুমতি নিষ্প্রয়োজন।

অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকা গাইরত পরিপন্থী

গাইরত ও রাসূলের মুহাব্বাতের দাবিও এটাই যে, রাসূল অবমাননাকারীদের যেখানে যখন পাওয়া যায় হত্যা করে দেয়া। অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকা গাইরত ও মুহাব্বাতের পরিপন্থী। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম তৎক্ষণাৎ হত্যা করে দিয়েছেন।

রাসূলের তো মাফ করে দেয়ার অধিকারও ছিল, এতদসত্বেও ...

অথচ আপনারা জানেন, রাসূলের জীবদ্দশায় যেকোনো শাতিমকে মাফ করে দেয়ার অধিকার রাসূলের ছিল। কোনো কোনো শাতিমকে তিনি তাওবার পর মাফ করেও দিয়েছেন। এতদসত্বেও সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করেননি যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একে মাফ করে দেবেন, না'কি হত্যা করে দেবো?

আর বর্তমানে তো উম্মতের এ অধিকার নেই যে, কোনো শাতিমকে নিজে থেকে মাফ করে দেবে। তখন কি করে দাবি করা যায় যে, সাধারণের জন্য শাতিম হত্যা নাজায়েয?!! রাসূল নিজে উপস্থিত থাকা সত্বেও যদি সাহাবায়ে কেরামের জন্য

জায়েয বরং প্রশংসনীয় হয়, সেখানে আমাদের উপর হারাম করে ফেলবে এমন বুকের পাটা কার আছে?! হাঁ, গায়ের জোরে তো অনেক কিছুই বলা যায়।

সরকারি আলেমদের প্রতি আহ্বান

সরকারি আলেমদের কাছে আবদার থাকবে, আপনারা এমন দু'চারটি দলীল বা দু'চারজন ইমামের বক্তব্য পেশ করুন, যারা বলেছেন, সরকারের অনুমতি ছাড়া শাতিম হত্যা নাজায়েয। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সত্য গোপনের পাঁয়তারা করবেন না।

অনুমতির কথা থাকলে মুরতাদের ক্ষেত্রে; শাতিমের ক্ষেত্রে নয়

হাঁ, ফিকহের কিতাবে স্বাভাবিক মুরতাদ, যে কোনো সন্দেহে পতিত হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে, তার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইমামের উপর আগে বেড়ে নিজে থেকে কেউ হত্যা করবে না। কারণ, ইমাম নিযুক্তই করা হয়েছে এসব হদ কায়েমের জন্য। ইমাম তার বাহিনিসমেত সর্বদা ইসলামের পাহারায় নিয়োজিত। কোনো লোক মুরতাদ হওয়ার পর ইমামের হাত থেকে ছাড় পেয়ে যাবে এর কল্পনাও করা যায় না দারুল ইসলামে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ইমামের হাতে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। এটাও স্বাভাবিক মুরতাদের ক্ষেত্রে, শাতিমের ক্ষেত্রে না। শাতিমের বেলায় তো আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত মজলিসে হত্যা করে দিয়েছেন। অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজে খুশী হয়েছেন। সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন।

দারুল ইসলামে অনুমতি ছাড়া মুরতাদ হত্যা ইমামের অপমান

ধরুন, দেশের নামীদামী কোনো মাদ্রাসার প্রধান মুফতি সাহেবকে আপনাদের এলাকার জামে মসজিদের খতীব নিয়োগ দিলেন। তিনি জুমা পড়ান। নিয়মিত পড়ান। আজও তিনি উপস্থিত। বয়ানও করেছেন। খুতবাও দিয়েছেন। এখন নামায পড়াবেন। এ মূহুর্তে সাধারণ কেউ যদি হাজারো মুসল্লির সামনে কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়াই খতীব সাহেবকে পেছনে রেখে নিজেই নামায পড়াতে শুরু করে দেয়, তাহলে কেমন দেখাবে বিষয়টা?

এখানেও বিষয়টা এমনই। ইমামুল মুসলিমিন মুরতাদ হত্যার জন্য প্রস্তুত। এবং তিনি তা খুব ভালভাবে আঞ্জামও দিয়ে থাকেন। এখনও দেবেন। এমন মূহুর্তে যদি কেউ ইমামের অনুমতি ছাড়া নিজেই কোনো মুরতাদকে পেয়ে হত্যা করে দেয়, তাহলে এটা ইমামের অপমান। এজন্যই ইমামের হাতে ন্যস্ত করতে বলা হয়েছে।

আরেকটা বিষয় হলো, এতদিন যে ব্যক্তি মুসলিম ছিল, নামাযী ছিল, আজ হঠাৎ যদি সে মুরতাদ হয়ে যায়, বুঝা যাবে যে, সে কোনো সংশয়ে পতিত। এমন ব্যক্তিকে প্রথমে হত্যা না করে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিৎ। আর ইমামুল মুসলিমিন এ কাজটি করতে পারবেন ভাল মতো। তাই মুরতাদ হত্যার দায়িত্ব ইমামের হাতে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। কেউ স্বেচ্ছারিতা দেখালে প্রয়োজনমাফিক শাস্তিও দিতে বলা হয়েছে।[২]

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

---

[২] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 139)
أطلقه فشمل قتل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بغير إذن الإمام أدبه الإمام كما في شرح الطحاوي.

(فإن أسلم) ... (وإلا قتل) لحديث «من بدل دينه فاقتلوه» ... (قوله وإلا قتل) ... قال في المنح: وأطلق فشمل الإمام وغيره، لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام. اهـ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 226)

গ্রন্থকার বলেন, 'মুসলমান হলে ভাল, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে'।

হত্যা কে করবে- এ বিষয়টা তিনি ব্যাপক রেখেছেন। অতএব, ইমাম এবং সাধারণ সকলেই এতে অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ কেউ ইমামের অনুমতি ছাড়া হত্যা করে ফেললে বা অঙ্গ কেটে ফেললে, (ইমামের হক নষ্ট এবং স্বেচ্ছাচারিতা দেখানোর কারণে) ইমামুল মুসলিমিন তাকে (মুনাসিবমতো) শাসন করবেন। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২২৬

ইমামের উপর আগে বেড়ে কাজ করা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেন,

إذا أدخل الحربي بغير إذنه يصح أمانه ويعزر لافتياته. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 204)

কোনো মুসলিম যদি (ইমামের অনুমতি ছাড়া) কোনো হারবিকে আমান দিয়ে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তাহলে আমান সহীহ হবে। তবে ইমামের উপর আগে বেড়ে যাওয়ার কারণে (মুনাসিব মনে করলে) তাকে শাস্তি দেবেন। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২০৪

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

(فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه) أو قطع عضوا منه (كره ذلك، ولا شيء على القاتل والقاطع (لأن الكفر مبيح) وكل جناية على المرتد هدر (ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب) فهي كراهة تنزيه. فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 71)

মুসলমান হওয়ার দাওয়াত পেশ করার আগেই যদি কেউ মুরতাদকে হত্যা করে ফেলে বা অঙ্গ কেটে ফেলে তাহলে তা মাকরূহ হবে। তবে হত্যাকারী বা কর্তনকারীর উপর কোনো জরিমানা বর্তাবে না। কেননা, কুফর এমন অপরাধ যা তার রক্ত হালাল করে দিয়েছে। মুরতাদের উপর (হত্যা-কর্তন) যা যাবে, কোনোটার কোনো জরিমানা নেই।

উল্লেখ্য, এখানে মাকরূহ দ্বারা উদ্দেশ্য তা মুস্তাহাবের পরিপন্থী। অতএব, তা মাকরুহে তানযিহি। -ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম: ৬/৭১

মুরতাদের রক্ত মূলত হালাল। তবে দাওয়াত পেশ করার আগেই এবং ইমামের আগে বেড়ে নিজে থেকে হত্যা করে দুইটি মন্দ করলো,

এক. দাওয়াত দেয়া হলো না। হতে পারে তার কোনো সংশয় ছিল, যা দলীল প্রমাণ পেশ করলে হয়তো দূর হয়ে যেতো এবং সে মুসলমান হয়ে যেতো। অবশ্য এটা বড় কোনো মন্দ নয়। মুস্তাহাবের পরিপন্থী। (সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ কথা বলবো যে, কোন ধরনের মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া হবে আর কাকে দেয়া হবে না।)

দুই. ইমামের হক নষ্ট করলো। ইমামের আগে বেড়ে স্বেচ্ছাচারিতা দেখাল।

আর দাওয়াতের পর মুসলমান না হলে যদি হত্যা করে, তাহলে শুধু ইমামের হক নষ্ট হলো। এ কারণে ইমাম তাকে শাসন করবেন।

অতএব, মূলত মুরতাদ হত্যা কোনো অন্যায় না। অন্যায় হলো ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া। আর এটাও অনেক বড় কোনো অন্যায় নয়। অনেক সময় ব্যক্তি গাইরতের কারণেও হত্যা করে ফেলতে পারে। অবশ্য ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া হল। এজন্য ইমাম ব্যক্তিভেদে যতটুকু শাসনের দরকার করবেন। যেন কেউ ইমামের হাতে ন্যস্ত বিষয়াশয়ে ইমামের আগে বেড়ে না যায়।

উল্লেখ্য, আগেও বলা হয়েছে, ইমামের হক নষ্টের এ মাসআলা মুরতাদের ক্ষেত্রে। শাতিমের ক্ষেত্রে না। শাতিমের ক্ষেত্রে তো সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি ছাড়াই হত্যা করেছেন।

ইমাম নেই, ইমামের হকও নেই

ইমামের হকের এ বিধান ঐ সময় যখন ইমাম থাকবে এবং ইমাম বিচার করবে নিশ্চিত। যেমন আফগানিস্তান ইসলামি ইমারা এই কয়েক দিন হলো ফরমান জারি করেছে, আদালতের ফায়সালা ছাড়া যেন কেউ কোনো অপরাধীকে শাস্তি না দেয় এবং শাস্তির ভিডিও না করে। কারণ, সারা দেশে তাদের বাহিনি আছে। কাযি আছে। আদালত আছে। সাধারণ মানুষ নিজেরা শাস্তি দেয়ার দরকার নেই।

অধিকন্তু সাধারণ মানুষ অনেক সময় সীমালংঘনও করে। যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য এর চেয়ে বেশি মারপিট করে। তাই এ ফরমান। সেখানে বলা যাবে, মুরতাদকে নিজেরা হত্যা না করে কাযির দরবারে সোপর্দ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশগুলোর মতো যেখানে ইমাম নেই, সেখানে এ বিধানও নেই। ইমাম নেই, ইমামের হকও নেই। বরং সরকার নিজেই মুরতাদ। দেশের মুসলমান তো সরকারকে হত্যা করার জন্যই ওঁৎপেতে আছে।

আমাদের অবস্থা হলো, কোনো লোক মুরতাদ হয়ে আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আমেরিকা তার নিরাপত্তা দিচ্ছে। যেকোনো মুসলমান সুযোগ পেলে ঐ মুরতাদকে তো হত্যা করবেই, আমেরিকার যে কাফেরকে বাগে পাবে তাকেও হত্যা করবে।

আমাদের সরকারগুলো তো আরও নিকৃষ্ট কাফের। এদের হত্যার অপেক্ষায়ই তো আমরা আছি। এদের অনুমতি নেবো আমরা?! পাগলামি ছাড়া আর কি!

সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করবো।

***

চার.
মুরতাদ হত্যায় দাওয়াতের বিধান

শাতিম যদি আসলি কাফের হয়, তাহলে দাওয়াতের কোনো মাসআলা নেই। তার রক্ত তো আগে থেকেই হালাল।

শাতিম যদি মুসলিম হয় তাহলে কি বিধান?

আমরা প্রথমে মুরতাদের দাওয়াতের বিধান সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তাতে ইনশাআল্লাহ শাতিমের মাসআলাও পরিষ্কার হবে।

মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়

দাওয়াতকে অন্য শব্দে ইসতিতাবাহ্ বলা হয়। যার অর্থ, তাওবা তলব করা। সে যে কুফরে লিপ্ত হয়ে দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে, তা তরক করে আবার ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানানো। কোনো সংশয়ে পড়ে থাকলে তা দূর করে দেয়া।

এ ইসতিতাবাহ্ বা দাওয়াত কি ফরয? না'কি এ ধরনের কোনো দাওয়াত দেয়া ও তাওবা তলব করা ছাড়াই হত্যা করা যাবে?

এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা দ্বিমত আছে। আমাদের হানাফি মাযহাব মতে মুস্তাহাব; ফরয নয়।

ইমাম কাসানি রহ. (৫৮৭ হি.) হানাফি মাযহাব তুলে ধরেছেন এভাবে,

يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم، لكن لا يجب؛ لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلم فمرحبا وأهلا بالإسلام، وإن أبى نظر الإمام في ذلك فإن طمع في توبته، أو سأل هو التأجيل، أجله ثلاثة أيام وإن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجيل، قتله من ساعته. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 134)

মুরতাদের কাছে তাওবা তলব করা ও ইসলাম পেশ করা মুস্তাহাব। সম্ভাবনা আছে সে মুসলমান হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব নয়। কারণ, দাওয়াত তো ইতিমধ্যে তার কাছে পৌঁছেছেই। (সে তো মুসলমানই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জানাশুনা আছে। নতুন করে জানানোর প্রয়োজন নেই।) (তাওবা তলব করার পর) মুসলমান হয়ে গেলে তো ভাল; অন্যথায় ইমামুল মুসলিমিন দেখবেন,

- যদি মনে করেন যে, তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আশা আছে, কিংবা যদি সে চিন্তা ফিকির করে দেখার জন্য কিছু সময় চায়, তাহলে (মুস্তাহাবরূপে) তিন দিন সময় দেবেন।

- যদি তাওবা করবে বলে আশা না থাকে এবং সে সময়ও না চায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে দেবেন। -বাদায়িউস সানায়ি: ৭/১৩৪

অতএব, মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়; মুস্তাহাব।

এমনিভাবে তিন দিন সময় দেয়াও ওয়াজিব নয়। সময় দিলে যদি ফায়েদা হবে মনে হয় দিবেন, অন্যথায় তখনই হত্যা করে দেবেন।

অতএব, মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ছাড়াই হত্যা করে দেয়া মুস্তাহাব পরিপন্থী, মাকরুহে তানযিহি, কিন্তু নাজায়েয নয়।

মারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন,

فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء على القاتل. ومعنى الكراهية ههنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب. الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 406)

ইসলাম পেশ করার আগেই মুরতাদকে হত্যা করে ফেললে কাজটা মাকরুহ হবে, কিন্তু হত্যাকারীর উপর কোনো জরিমানা আসবে না। মাকরুহ দ্বারা (মাকরুহে তাহরিমি উদ্দেশ্য না) উদ্দেশ্য, তা মুস্তাহাব পরিপন্থী (অর্থাৎ মাকরুহে তানযিহি); তবে জরিমানা নেই। কারণ, কুফর এমন অপরাধ যা রক্ত হালাল করে দেয়। আর দাওয়াত পৌঁছে যাওয়ার পর নতুন করে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়। -হিদায়া: ২/৪০৬

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

(ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب) فهي كراهة تنزيه. فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/71)

মুস্তাহাব পরিপন্থী। অর্থাৎ মাকরুহে তানযিহি। -ফাতহুল কাদির: ৬/৭১

মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয় কেন?

মুরতাদের শরয়ী তাকয়িফটা বুঝতে হবে।

মুরতাদ তো কাফের। আবার কাফেরও এমন কাফের, যার সাথে চুক্তি নেই। তাহলে সে হারবি কাফের।

আবার সে এতদিন মুসলমান ছিল। কাজেই ইসলাম সম্পর্কে তার জানাশুনা আছে।

এ হিসেবে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুরতাদের অবস্থা হলো, সে এক হারবি কাফের, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে। আর যে হারবির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। তবে শর্ত সাপেক্ষে মুস্তাহাব।

হারবিকে দাওয়াত দেয়া কখন মুস্তাহাব?

যে হারবির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, তাকে নতুন করে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। তবে দুই শর্তে-

১. দাওয়াত কবুল করবে বলে আশা থাকতে হবে।

২. দাওয়াত দিতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকতে হবে।

এ দুইটার কোনোটার ব্যত্যয় ঘটলে দাওয়াত মুস্তাহাব নয়।

ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বুখারি রহ. (৬১৬ হি.) বলেন,

ثم إنما تستحب الدعوة مرة أخرى للتأكيد بشرطين:

أحدهما: أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين، وأما إذا كان في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين، بأن علموا أنهم لو قدموا الدعوة يستعدون للقتال، أو يحتالون بحيلة، أو يتحصنون، لا يستحب تقديم الدعوة؛ وهذا لأن تقديم الدعوة مستحب، ودفع الضرر عن المسلمين واجب، ولا يجوز الاشتغال بالمستحب إذا تضمن ترك الواجب.

الشرط الثاني: أن يطمع فيهم ما يدعون إليه، أما إذا كان لا يطمع فيهم ما يدعون إليه، لايشتغلون بالدعوة؛ لأنه يكون اشتغالا بما لا يفيد - -المحيط البرهاني، ج:7، ص:95؛ ط. إدارة القرآن

গুরুত্বারোপের জন্য (একবার দাওয়াত পৌঁছার পর) দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেওয়া মোস্তাহাব দু'টি শর্তে:

এক. দাওয়াত প্রদানের মধ্যে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতি না থাকতে হবে। দাওয়াত প্রদানে যদি মুসলমানদের ক্ষতি থাকে; যেমন: মুসলমানদের জানা আছে তারা যদি দাওয়াত দিতে যায় তাহলে কাফেররা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে কিংবা কোনো কূটকৌশল অবলম্বন করবে অথবা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নেবে- এমন হলে পুনর্বার দাওয়াত দেওয়া মোস্তাহাব নয়। কারণ দাওয়াত দেওয়া মোস্তাহাব, আর মুসলমানদের উপর আগত যে কোনো ক্ষতি প্রতিরোধ করা ফরয। মোস্তাহাব

কাজ যদি ফরয পরিত্যাগের কারণ হয় তাহলে সে মোস্তাহাব আমল করা জায়েয নয়।

দুই. যে বিষয়ের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তারা তাতে সাড়া দেবে বলে আশা থাকতে হবে। সাড়া দেওয়ার আশা না থাকলে দাওয়াত দিতে যাবে না। কারণ, এটি তখন অনর্থক কাজে ব্যস্ত হওয়ার নামান্তর। -আলমুহিতুল বুরহানি ৭/৯৫

মুমতানি'কে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়

মুরতাদ দুই প্রকার:

ক. মাকদুর আলাইহি: দারুল ইসলামের যে বাসিন্দা দারুল ইসলামে মুরতাদ হয়েছে এবং ইমামুল মুসলিমিন তাকে ধরে তাওবা তলব করতে পারবেন, সন্দেহ দূর করতে পারবেন এবং মুসলমান না হলে স্বাভাবিকভাবে হত্যা করে দিতে পারবেন।

খ. মুমতানি': অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক শক্তির অধিকারী, যে কারণে তাদের স্বাভাবিকভাবে পাকড়াও করে তাওবা তলব করা এবং হদ কায়েম করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রকার মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه. الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 326)

মুমতানি’ এর কাছে তাওবা তলব করা হবে না। তাওবা তলব করা হবে মাকদুর আলাইহি থেকে। -আসসারিমুল মাসলুল: ৩২৬

অতএব, মুরতাদরা যদি সংঘবদ্ধ দলে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে ধরে হদ কায়েম করার সুযোগ না থাকে, তাহলে তাদের হত্যা করতে দাওয়াত দিতে হবে না। যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় হত্যা করে দেয়া হবে। কারণ, সে অন্য দশটা হারবির মতোই একটা হারবি।

আমাদের দেশের মুরতাদরা মাকদুর আলাইহি, না মুমতানি’?

আমাদের দেশের মুরতাদরা মাকদুর আলাইহি নয়; মুমতানি’। কারণ, কেউ মুরতাদ হলে এ দেশের আইনে তাকে হত্যার বিধান নেই। বরং বাক স্বাধীনতার নাম করে উল্টো এদের হত্যাকারী নবীপ্রেমিকদের ফাঁসি দেয়া হয়। এদেশের রাষ্ট্রীয় আইন এবং গোটা স্বশস্ত্র বাহিনি মুরতাদদের পাহারায় নিয়োজিত। তাদের ধরে হদ কায়েম করার সামর্থ্য মুসলিমদের নেই। তাই তারা মুমতানি’।

তাহলে এদেশের মুরতাদদের দাওয়াত দেয়ার আবশ্যকীয়তা নেই

প্রথমত আমরা দেখেছি, মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া মূলে ফরযই নয়, মুস্তাহাব।

দ্বিতীয়ত মুরতাদরা রাষ্ট্রীয় আইন ও বাহিনির দ্বারা মুমতানি’। রাষ্ট্র তাদের পাহারায় নিয়োজিত। তাই তারা অন্য দশটা হারবির মতোই। এদের হত্যা করতে দাওয়াত দিতে হবে না। যেখানে পাওয়া যায়, সুযোগ বুঝে হত্যা করে দেয়া হবে।

তৃতীয়ত দাওয়াত দেয়া তো মুস্তাহাব তাদের, যারা দাওয়াত কবুল করবে আশা আছে। পক্ষান্তরে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মুরতাদ, ইসলাম বিদ্বেষের উপরই যে বড়

হয়েছে, ইসলামের দুশমনিই যাদের মিশন, যারা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক কুফফারগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়ায় তাদের মিশন চালিয়ে যায় -এমন ধরনের মুরতাদের দাওয়াত দিয়ে লাভ কি? তাদের ব্যাপারে তো স্পষ্টই যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না।

সর্বোপরি তাদের ধরে ধরে দাওয়াত দেয়ার সামর্থ্য তো আমাদের নেই, যেমন নেই ফ্রান্সের শাতিমদের দাওয়াত দেয়ার সামর্থ্য। তারা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তির বলয়ে বেষ্টিত, যা ভেদ করে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না।

এরপরও এদেশের জনগণ মিটিং-মিছিল করে, রাজপথে যতটুকু সম্ভব আন্দোলন করে মুরতাদদের হুঁশিয়ারি সতর্কবাণী শুনাচ্ছেন। কিন্তু মুরতাদরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে-বিদেশে আরামে দিন যাপন করছে আর ইসলাম বিদ্বেষ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই ফ্রান্সের হারবি শাতিমদের হত্যা করতে যেমন দাওয়াত লাগবে না, দেশীয় শাতিমরাও এমনই।

বরং বাস্তব হলো, যতটুকু জনগণ করেছে, এতটুকুও দরকার ছিল না। মুরতাদ হওয়ার পর পরই যদি কেউ হত্যা করে দেয়, তাহলেও ঠিক আছে। গুনাহের কাজ হতো না। আমরা দেখেছি, দারুল ইসলামের মাকদুর আলাইহি মুরতাদ, যে কোনো সংশয়ে পড়ে মুরতাদ হয়েছে, যাকে দাওয়াত দিলে ফিরে আসতে পারে, তাকেও দাওয়াত দেয়া জরুরী না; মুস্তাহাব। তাহলে দারুল হারবের মুমতানি' ও ইসলাম বিদ্বেষী মুরতাদ, যে এমন নয় যে, কোনো সংশয়ে পড়ে গিয়েছে আর তা দূর করে দিলেই ইসলাম কবুল করে ফেলবে- তাহলে এমন মুরতাদকে কেন দাওয়াত দেয়া ফরয হবে?

হ্যাঁ, দাওয়াত এদেরকে দেয়া যেতে পারে

দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে খৃস্টান মিশনারী ও এনজিওগুলোর খপ্পরে পড়ে সরলমনা দুর্বল ঈমানের যেসব মুসলিম মুরতাদ হয়ে গেছে, তাদের দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। তারা আসলে সংশয়ে পড়েই মুরতাদ হয়েছে। খৃস্টান মিশনারীরা তাদের কাছে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে দেখিয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্রের কষাঘাতে পিষ্ট বিধায় অর্থলোভও কাজ করেছে।

এদেরকে দাওয়াত দিলে, হকটা বুঝিয়ে দিলে তারা আবার দ্বীনে ইসলামে ফিরে আসবে। কিছু দায়ী ভাইয়ের মেহনতে তারা অনেকে ফিরে আসছেও। যদি তাগুত সরকার দায়ী ভাইদের এদের মাঝে কাজ করার সুযোগ দিতো, তাহলে এদের সকলেই আবার মুসলমান হয়ে যেতো। কিন্তু! তাগুতরাই তো মিশনারী আর এনজিওগুলোকে ইরতাদের সুযোগ করে দিয়েছে এবং নিরাপত্তা দিচ্ছে। পক্ষান্তরে দায়ী ভাইরা যারা কাজ করেন, অনেক রিস্ক নিয়ে কাজ করেন। এতদসত্বেও হাজার হাজার মুরতাদ হওয়া মুসলমান আবার ফিরে আসছে। এ ধরনের মুরতাদের বেলায় দাওয়াত দেয়ার দরকার আছে।

কিন্তু ওয়াশিক বাবু আর শাহরিয়ার কবিরদের আপনি দাওয়াত দেবেন? তাহলে চৌদ্দ শিকের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

সারকথা

দাওয়াত তাদের দিতে হয় যারা সংশয়ে পড়ে মুরতাদ হয়েছে, দাওয়াত দিলে ফিরে আসবে আশা আছে। অধিকন্তু যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব। দাওয়াত কবুল না করলে হদ কায়েম করার সুযোগ আছে।

পক্ষান্তরে যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত, যারা ইসলাম বিদ্বেষ থেকে মুরতাদ, যাদের মাঝে দাওয়াত কোনো কাজ করবে না, বরং দাওয়াত দিতে গেলে আপনার জীবন হুমকির মুখে পড়বে -এদের দাওয়াতের মাসআলা নেই। যেখানে পাবেন হত্যা করে দেবেন। এটাই এদের সঠিক প্রাপ্য।

অধিকন্তু দেশের লাখো কোটি তাওহিদি মুসলিমের বছরের পর বছর মিছিল, আন্দোলন, সভা, মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে যে পরিমাণ দাওয়াত হয়েছে, তা মুস্তাহাব দাওয়াতের হাজার দরজা অতিক্রম করেছে। কিন্তু ফলাফল শূন্য। এখন ওষুধ একমাত্র ধারালো তরবারি। দ্বিতীয় কোনো ওষুধ নেই।

শাতিম কিন্তু আরও জঘন্য

আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, তা সাধারণ মুরতাদের ব্যাপারে। শাতিমের বিধান আরও কঠোর। মুরতাদ তো তাওবা করলে মাফ পেয়ে যায়, কিন্তু শাতিমের ব্যাপারে তো অনেক ইমামের সিদ্ধান্ত- মুসলমান হলেও হত্যা মাফ নেই। যখন মুরতাদের বেলায়ই আমাদের উপরোক্ত আলোচনা, তখন শাতিমের কি হতে পারে নিজেই অনুধাবন করুন।

শাতিমের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ ছিল- সরাসরি হত্যা। মুরতাদ আর শাতিমের বিধানে অনেক ব্যবধান। শুধু বুঝানোর জন্য মুরতাদের আলোচনাটা আনা হল। যাতে শাতিমের বিধানটা আন্দাজ করা যায়। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.